প্রতিক্রিয়া

আমার সত্যজিৎ : প্রদীপ দেব

শ্রদ্ধেয় প্রদীপবাবু,

সত্যজিৎ রায়ের উপর আপনার 'আমার সত্যজিত' পড়ে ভালো লাগল। গত বছর ২রা মে সত্যজিতের কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডস্থ সত্যজিতের বাসভবনে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বিজয়া রায় ও পুত্র স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক সন্দীপ রায়ের সাথে দেখা করতে আসেন বাংলাদেশের বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের একটি দল। আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিকের অসাধারণ লেন্সে ধরা পড়ে তাদের সত্যজিতের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানোর একটি অসামান্য ছবি। সেই ছবি পরের দিন উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। ছবির ক্যাপশনে বাংলাদেশে সত্যজিতের জনপ্রিয়তার উল্লেখ ছিল। সেই জনপ্রিয়তার প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ল আপনার রচনায়।

আপনি ঠিকই বলেছেন সত্যজিৎ ঘটা করে তাঁর জন্মোৎসব পালন করতেন না। তবে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ২রা মে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বাসগৃহ উৎসবমুখর করে তুলতেন। তাঁদের উৎসাহের আধিক্যে জীবনের শেষ কয়েকটি বছর অসুস্থ সত্যজিৎ সস্ত্রীক কখনও কাটমান্ডু বা কখনও কলকাতার হোটেলে গোপনে জন্মদিন কাটাতেন। তিনি নেই আজ ১৪ বছর হয়ে গেল। আজও ২রা মে বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাট থেকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি আমরা।

ঘরে-বাইরে ছবির প্রসঙ্গে কিছু বলি। বাংলা ছবিতে প্রথম চুম্বন দৃশ্য দেখান হয় ১৯৮০ সালে - অপর্ণা সেনে প্রথম পরিচালিত ছবি *পরমা*-য়। সেই ছবিতে চুম্বনের সাথে শয্যাদৃশ্যও ছিল। সেই ছবি সেন্সর করা হয় নি। তারও আগে ১৯৭৬ সালে ভারতীয় কাহিনি অবলম্বনে কনরাড রুকস'এর ইংরাজি ছবি *সিদ্ধার্থ* শশী কাপুর ও সিমি গ্রেওয়ালের মধ্যে শয্যাদৃশ্য দেখায়। বাঙালি এই ছবিটির কথা মনে রাখে নি - রাখা উচিৎ ছিল, কারণ এই ছবিই প্রথম ইংরাজি চলচ্চিত্র যাতে নেপথ্যসঙ্গীতে বাংলা গান ব্যবহৃত হয়। এই গানগুলিও বাঙালির খুব প্রিয়, 'তোমার ভুবনে মা গো এত পাপ' ও 'ও নদী রে'। অসামান্য গেয়েছিলেন ছবির সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তারও বহু আগে ত্রিশের দশকে একটি হিন্দি ছবিতে প্রথম খোলামেলা চুম্বন দৃশ্য ব্যবহৃত হয়েছিল। তার স্থিরচিত্র আজকের ভারতে সেন্সর বোর্ডের রক্ষণশীলতার বিরোধীদের অন্যতম হাতিয়ার। তাই সত্যজিত বলেই *ঘরে-বাইরে* সেন্সরের খপ্পরে পড়ে নি একথা বলা ঠিক নয়।

তবে সেন্সরের খপ্পরে *ঘরে-বাইরে*-ও পড়েছিল। ছবির একটি দৃশ্যে ছিল, বিপ্লবীরা বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে ধানের গোলায় আগুন লাগাচ্ছে। এটিকে সেন্সর করতে চায় সেন্সর বোর্ড - কিন্তু সত্যজিতের তীক্ষ্ণ যুক্তির সামনে তাঁরা টিকতে পারেননি।

সত্যজিতের ছবিকে নানা ভাবে সেন্সর করতে চেয়েছিল বিশ্বভারতীও। তাঁদের যুক্তি ছিল - চারুলতা-য় 'ওগো বিদেশিনী', তিনকন্যা-য় 'বাজে করুণ সুরে' ও আগন্তুক-এ 'বাজিল কাহার বীণা' স্বরলিপি সম্মত নন। অথচ তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বিজয়া রায় রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎশিষ্যদের কাছে এই সুরেই গানগুলি শিখেছিলেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অবশেষে নিজেদের বক্তব্য গিলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সত্যজিতের সঙ্গীত নিয়ে আরো কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্প্রতি জানা গেছে, একথা আজ অনেকেরই জানা, আগন্তুকে উৎপল দত্তের ওষ্ঠে যে গানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি সত্যজিতের নিজের গাওয়া। তাঁর স্বকণ্ঠে গীত একমাত্র পূর্ণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত 'পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে' তিনি একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে জলসার মেজাজে গেয়েছিলেন। সেটি আজ সযত্নে সংরক্ষিত হচ্ছে লন্ডনে। তাঁর স্ত্রীও অত্যন্ত সুকণ্ঠ গায়িকা ছিলেন। তাঁরও কিছু গান কলকাতার পাঠভবন বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত।

বিজয়া রায় ও *পথের পাঁচালি*-র সর্বজয়া করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যজিতের মনের আরেকটি দিক উদঘাটন করেছেন। মহানগর, চারুলতায় তিনি যতই স্ত্রী স্বাধীনতার কথা বলুন আদতে তিনি 'আপ্তজন' সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। সত্যজিতের অনেক আত্মীয় তাঁর ছবিতে অভিনয় করলেও নিজ স্ত্রীকে তিনি সযত্নে রাখতেন পর্দার আড়ালে। বিজয়া দেবী ত্রিশের দশকের একজন উঠতি অভিনেত্রী ছিলেন - বিবাহের পর তাঁর অভিনয় বন্ধ করে দেন সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ ছিলেন রিক্সার ঘোর বিরোধী। আগন্তুকে মনোমোহনের মুখে তিনি তাঁর মনের কথা বসিয়েছেন, চতুর্দিকে হাইরাইজের আস্ফালন, আজ ৩৫ বছর পর দেশে ফিরে দেখছি মানুষ টানছে রিক্সা। এই না হলে সভ্যতা!

বিজয়া দেবী তাঁকে এজন্য উপহাস করতেন। সেই সত্যজিৎকেও কলকাতায় ফিরে দুবার রিক্সা পালটে হাওড়া স্টেশন থেকে ভবানীপুর ফিরতে হয়। উপায়ান্তর ছিল না। কলকাতা তখন প্রবল বন্যায় ভাসছে। সত্যজিত অনুতপ্ত হয়ে ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশি পয়সা দিয়েছিলেন সেই রিক্সাওয়ালাকে। হায়! আমি যদি হতাম সেই রিক্সাওয়ালা!

তাঁর আদর্শের প্রতি সম্মান জানিয়ে গত বছর বুদ্ধবাবু কলকাতায় টানা রিক্সা বন্ধ করে দিয়েছেন।

এই রকম অনেক কথাই ধারাবাহিক ভাবে দেশের পাতায় লিখেছেন বিজয়া দেবী। *আমাদের কথা* পড়ত পড়তে মনে হয় - *পথের পাঁচালী*-র এই স্রষ্ঠা কেমন মজার মাটির মানুষ ছিলেন। স্নানে যাবার আগে হাওয়াই চটি নিয়ে খেলা করে সবার দেরি করিয়ে দিতেন। বাড়িতে কেউ এলে উদার মনে দরজা খুলে দিতেন নিজের হাতে। অত্যন্ত অচেনা লোকও তাঁর আন্তরিক জলখাবারের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন। বিবাহের আগে প্রেমিকা বিজয়া দেবীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে পরিচিত মানুষের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে বিশাল সাড়ে ছয় ফুটের দেহটা লুকোবার জায়গা খুঁজতেন। আবার কলকাতার নার্সিংহোমে অস্কার বুকে জড়িয়ে চোখ বুজে বেদনাক্লিষ্ট সত্যজিতের বক্তব্যদানের ছবিটি এখনও চোখে জল এনে দেয়।

এই লোকটিকে আমরা বড় দেরি করে চিনলাম।

আপনার আজগুবি গল্প পছন্দ নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি আবার এইসব গল্প পড়ে ছেলেমানুষি আনন্দ পাই। ফেলুদা-শঙ্কুর মধ্যেও অবশ্য অনেক অলৌকিক ব্যপার আছে। সানন্দা পত্রিকায় প্রকাশিত বিজয়া রায়ের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয় - গ্রহান্তরের প্রাণ, জাতিস্মরবাদ ইত্যাদি উপাদান তাঁর জনপ্রিয় রচনাগুলিতে আমরা দেখি, তবে কি বুঝব সত্যজিত ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। বিজয়া দেবী বলেছিলেন, সত্যজিৎ বরাবরই ছিলেন নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী। তাঁর নিজের ব্রাহ্মসমাজকেও নানা ভাবে উপহাস করতেন। পূজাপার্বনে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন মানবধর্মী। ১৯৯২ এর ৬ ডিসেম্বরের আগেই সত্যজিৎ আমাদের ত্যাগ করেন। বেঁচে থাকলে হয়ত গর্জে উঠত তাঁর লেন্স। আমরা ভাষা পেতাম নতুন করে।

সত্যজিৎ তখন মারা গেছেন। স্কুলে সত্যজিতের উপর ইংরাজি রচনার উপসংহার করেছিলাম - O the King of the Ghost World, give us the fourth boon, make Satyajit immortal.

ধন্যবাদান্তে
অর্ণব

৪ঠা বৈশাখ, ১৪১৩
বেহালা কলকাতা

পুনশ্চ : আপনার প্রবন্ধটি আমার গ্রুপ সাহিত্যে প্রকাশ করতে পারি কি? আমাদের দেশের পাঠকরাও তাহলে এই লেখাটি পড়তে পারবেন।